রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ২, ১৯৯৩

**৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং করপোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।**

**রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ**

**রাজউক ভবন, ঢাকা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ ঃ ৩রা অগ্রহায়ণ ১৪০০/১৭ই নভেম্বর, ১৯৯৩

নং এস, আর, ও ২২৫-আইন/৯৩—Town Improvement Act, 1953 (E. B. Act XIII of 1953) এর section 152 তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, সরকারের অনুমোদনক্রমে, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্মচারী (অবসরভাতা) অবসরজনিত সুবিধা ও ভবিষ্য তহবিল প্রবিধানমালা প্রণয়নের প্রস্তাব করিয়া উহার খসড়া সংশ্লিষ্ট সকলের জ্ঞাতার্থে উক্ত Act এর section 153 এর বিধান মোতাবেক প্রকাশ করা হইতেছে এবং এই মর্মে নোটিশ প্রদান করা হইতেছে যে, উক্ত খসড়া এই প্রজ্ঞাপন জারীর তারিখ হইতে এক মাস পর চূড়ান্ত করা হইবে। খসড়াটি সম্পর্কে কোন ব্যক্তির কোন আপত্তি বা পরামর্শ নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক উক্ত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত হইলে উহা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিবেচিত হইবে।

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।**—(১) এই প্রবিধানমালা রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্মচারী (অবসরভাতা, অবসরজনিত সুবিধা ও ভবিষ্য তহবিল) প্রবিধানমালা, ১৯৯৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই প্রবিধানমালা, উহাতে উল্লিখিত বিধান সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত কর্মচারী ব্যতীত রাজউক এর সকল কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যথা ঃ—

(ক) প্রেষণে নিয়োজিত কর্মচারী, এবং

(খ) সম্পূর্ণ অস্থায়ী, খণ্ডকালীন, দৈনিক ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত কর্মচারী।



মূল্য ঃ টাকা ৩·০০

(৩) এই প্রবিধানমালা ১৯৮৯ সনের ১লা জুলাই হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই প্রবিধানমালায়—

(ক) "কর্মচারী" অর্থ রাজউক এর কোন কর্মচারী, এবং উহার যে কোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ;

(খ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ Town Improvement Act, 1953 (E. B. Act XIII of 1953) section 4 এর অধীন গঠিত Kartripakkha ;

(গ) "পরিবার" অর্থ—

(অ) কর্মচারী পুরুষ হইলে, তাহার স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও তাহার সন্তান-সন্ততিগণ এবং তাহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততিগণ, অথবা উক্ত স্ত্রী বা সন্তান-সন্ততিগণের অবর্তমানে উক্ত কর্মচারীর বৈধ উত্তরাধিকারীগণঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন কর্মচারী প্রমাণ করেন যে, আদালতের আদেশ অনুসারে তিনি ও তাহার স্ত্রী আলাদাভাবে বসবাস করেন অথবা তাহার স্ত্রী প্রথাভিত্তিক আইন অনুসারে খোরপোষ লাভের অধিকার হারাইয়াছেন, তাহা হইলে উক্ত স্ত্রীকে পরিবারভুক্ত করিবার জন্য উক্ত কর্মচারী যথাযথ কর্তপক্ষের নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত, উক্ত স্ত্রী, এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উক্ত কর্মচারীর পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না, এবং

(আ) কর্মচারী মহিলা হইলে, তাহার স্বামী এবং সন্তান-সন্ততিগণ ও তাহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততিগণ, অথবা উক্ত স্ত্রী বা সন্তান-সন্ততিগণের অবর্তমানে উক্ত কর্মচারীর বৈধ উত্তরাধিকারীগণঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন মহিলা কর্মচারী তাহার স্বামীকে এই প্রবিধানমালার কোন ব্যাপারে তাহার পরিবারভুক্ত না করিবার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকিলে, উহার বিপরীতে ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত, উক্ত স্বামী উক্ত কর্মচারীর পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না।

(ঘ) "তহবিল" অর্থ বিধি ৪ এর অধীন গঠিত অবসরভাতা তহবিল ;

(ঙ) "রাজউক" অর্থ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

৩। **অবসর গ্রহণ, ইত্যাদি বিষয়ে Act XII of 1974 এর প্রয়োগ**।—কর্মচারীদের অবসর গ্রহণ এবং পুনঃ নিয়োগের ব্যাপারে Public Servants Retirement Act, 1974 (XII of 1974) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

৪। **তহবিল গঠন**।—(১) কর্মচারীগণকে এই প্রবিধানমালার অধীন অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে রাজউক কর্মচারী অবসরভাতা তহবিল নামে একটি তহবিল গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরী ;

(খ) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ হইতে অর্জিত আয় ;

(গ) অন্যান্য উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদেয় অবসরভাতা ও অবসরজনিত অন্যান্য সুবিধাদি প্রদানের উদ্দেশ্যে তহবিলের অর্থ ব্যয় করা হইবে।

(৩) তহবিলের টাকা কোন তফসিলী ব্যাংকে জমা করা হইবে।

(৪) রাজউকের অভ্যন্তরীন নিরীক্ষণ বিভাগ তহবিল নিরীক্ষা করিবে।

৫। **তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি, ইত্যাদি।**—(১) তহবিলের ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ তৎকর্তৃক মনোনীত উহার সদস্য ও কর্মচারী সমন্বয়ে তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি নামে একটি কমিটি, অতঃপর কমিটি বলিয়া অভিহিত, গঠন করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিটির সদস্য সংখ্যা অন্যূন ৫ (পাঁচ) জন এবং অনধিক সাত জন হইবে।

(২) কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা—

(ক) এই প্রবিধানমালার বিধান অনুসারে তহবিল এর অর্থের যথাযথ ব্যবহার ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিতকরণ ;

(খ) প্রয়োজনবোধে তহবিলের জন্য, কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, ঋণ গ্রহণ ;

(গ) প্রবিধান ৬ এর বিধান অনুযায়ী তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ;

(ঘ) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ;

(ঙ) প্রতি আর্থিক বৎসর সমাপ্তির পরবর্তী মাসে তহবিলের আয়, ব্যয়, বিনিয়োগ ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন উপস্থাপন ;

(চ) উপরোক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সকল আনুসংগিক কার্যক্রম গ্রহণ।

(৩) কমিটি উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনকল্পে উহার এক বা একাধিক সদস্য সমন্বয়ে এক বা একাধিক উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

৬। **তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ।**—কমিটি, কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে, তহবিলের অর্থ বা উহার অংশ বিশেষ সম্ভাব্য সর্বাপেক্ষা অধিক আয় হইতে পারে এমন খাতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

৭। **অবসরভাতা প্রাপ্তির ইচ্ছা প্রকাশ।**—(১) এই প্রবিধানমালা সরকারী গেজেটে প্রকাশনার ছয় মাসের মধ্যে উহার অধীন অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া কোন কর্মচারী লিখিতভাবে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিলে তিনি এই প্রবিধানমালার অধীন অবসর-ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি পাইবার অধিকারী হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই প্রবিধানমালা কার্যকর হওয়ার তারিখ হইতে উহা গেজেটে প্রকাশনার তারিখ পর্যন্ত কোন কর্মচারী অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া লিখিতভাবে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিয়া থাকিলে তিনি এই প্রবিধানের অধীনে তাহার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন ;

(২) এই প্রবিধানমালার প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে চাকুরীরত কোন কর্মচারী কন্ট্রিবিউটরী প্রভিডেন্ট ফান্ডে চাঁদা প্রদান করিতে থাকিলে, তিনি এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের পরেও উক্ত ফান্ডে চাঁদা প্রদান অব্যাহত রাখিতে পারেন এবং সেই ক্ষেত্রে তিনি এই প্রবিধানমালার অধীনে অবসরভাতা ও অবসরজনিত এবং ভবিষ্য তহবিলের সুবিধাদি পাইবার অধিকারী হইবেন না।

(৩) কোন কর্মচারী উপ-প্রবিধান (১) অনুসারে অবসরভাতা প্রাপ্তির ইচ্ছা প্রকাশ করিলে—

(ক) তিনি কন্ট্রিবিউটরী প্রভিডেন্ট ফান্ডে চাঁদা প্রদান বন্ধ করিয়া প্রবিধান ২১ এর অধীন গঠিত ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন ;

(খ) তিনি অনুরূপ ইচ্ছা প্রকাশের পূর্বের চাকুরীকালের জন্য কোন আনুতোষিক পাইবার অধিকারী হইবেন না, এবং রাজউক উক্ত চাকুরীকালের প্রতিটি অর্থ বৎসরের বা আংশিক বৎসরের ক্ষেত্রে একশত বিশ দিন বা তদূর্ধ সময়ের জন্য উক্ত বৎসরের সর্বশেষ দিবসে উক্ত কর্মচারীর প্রাপ্য মাসিক মূল বেতনের সম-পরিমাণ অর্থ তহবিলে জমা করিবে ;

(গ) এই প্রবিধান কার্যকর হইবার পূর্বের উক্ত কর্মচারীর চাকুরীকাল অবসরভাতা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে চাকুরীকাল হিসাবে গণনা করা হইবে ; এবং

(ঘ) কন্ট্রিবিউটরী প্রভিডেন্ট ফান্ডে উক্ত কর্মচারী কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা ও উহার উপর অর্জিত সুদ ভবিষ্য তহবিলে স্থানান্তরিত হইবে।

৮। **চাকুরীকাল গণনা, ইত্যাদি।**— (১) অবসরভাতা পাইবার জন্য—

(ক) শুধুমাত্র পূর্ণ বৎসরকে গণনা করা হইবে, বৎসরের কোন ভগ্নাংশকে গণনা করা হইবে না ;

(খ) ১৮ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইবার পূর্বকালীন কোন চাকুরীকাল এবং বিনা বেতনে অননুমোদিত অনুপস্থিতিও ছুটিকালীন সময় গণনা করা হইবে না ;

(গ) রাজউকের চাকুরীতে যোগদান করার পূর্বে কোন সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিরামহীন চাকুরীকালকে (Continous service) গণনা করা হইবে।

(২) কোন কর্মচারীকে তাহার পূর্বতন চাকুরীকাল গণনার জন্য উক্ত চাকুরীকালের পূর্ণ বিবরণ উল্লেখ পূর্বক, এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের তারিখ হইতে অথবা কর্তৃপক্ষের চাকুরীতে যোগদান করিবার তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে, পূর্ববর্তী নিয়োগকারী, যদি থাকে, কর্তৃক সত্যায়িত চাকুরী বই অথবা চাকুরীর বিবরণ সংযুক্ত করিয়া দরখাস্ত পেশ করিতে হইবে।

(৩) পূর্বতন চাকুরী হইতে যদি কোন আনুতোষিক গ্রহণ করা হইয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত অর্থ এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের তারিখ হইতে অথবা রাজউকের চাকুরীতে যোগদানের ৪র্থ মাস হইতে অনূর্ধ ৬৩টি মাসিক কিস্তিতে কর্তৃপক্ষের অনুকূলে জমা দিতে হইবে।

৯। **অবসরভাতা প্রাপ্তির জন্য ন্যূনতম চাকুরী।**—কোন কর্মচারী অন্ততঃ দশ বৎসর চাকুরী না করিয়া থাকিলে, তিনি কোন প্রকারের অবসরভাতা পাইবেন না।

১০। **পরিবারের জন্য অবসরভাতা।**—(১) কোন কর্মচারী অনূন্য দশ বৎসর চাকুরী সমাপ্ত করিবার পর কিন্তু অবসর গ্রহণের পূর্বে মৃত্যুবরণ করিলে, উক্ত কর্মচারীর অবসর গ্রহণের ক্ষেত্রে

প্রথম তফসিলে বিধৃত হার অনুসারে তিনি যে অবসরভাতা পাইতেন তাহার পরিবার সেই ভাতার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ভাতা উক্ত কর্মচারীর মৃত্যুর পর পনের বৎসর পর্যন্ত পাইবেন।

(২) অবসরভাতা গ্রহণ শুরু করিবার পর পনের বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে কোন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী মৃত্যুবরণ করিলে তাহার মৃত্যুর পর, তাহার পরিবার উক্ত পনের বৎসর মেয়াদের বাকী সময় পর্যন্ত অবসরভাতার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ভাতা পাইবেন।

১১। **অবসর ভাতার হার।**—কোন কর্মচারীর প্রাপ্য অবসর ভাতা তাহার মূল বেতনের ভিত্তিতে তফসিলে বিধৃত হার অনুসারে নির্ধারিত হইবে এবং উক্ত ভাতা তাহাকে মাসে মাসে প্রদান করা হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কর্মচারীর সর্বোচ্চ অবসরভাতা সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্টকৃত পরিমাণের বেশী হইবে না।

১২। **অবসর গ্রহণের প্রস্তুতিমূলক ছুটি।**—(১) অবসর গ্রহণের জন্য প্রস্তুতিমূলক ছুটি হিসাবে কোন কর্মচারী এক বৎসর ছুটি ভোগ করিতে পারিবেন ;

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন ছুটি ভোগ করার সময় কোন কর্মচারী তাহার সর্বশেষ বেতনের হিসাবে ছয় মাসের পূর্ণ বেতন এবং বাকী ছয় মাস উক্ত সর্বশেষ বেতনের অর্ধেক বেতন পাইবেন।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন প্রাপ্য ছুটি শেষ হওয়ার তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অবসর গ্রহণ কার্যকর হইবে।

১৩। **অবসরভাতা সমর্পন।**—কোন কর্মচারী বা তাহার পরিবার অবসরভাতা পাইবার অধিকারী হইলে, তিনি বা তাহার পরিবার ইচ্ছা করিলে প্রাপ্য অবসরভাতা অনধিক অর্ধাংশ সমর্পণ করিয়া উহার পরিবর্তে নিম্নবর্ণিত থোক টাকা গ্রহণ করিতে পারেন ঃ—

| চাকুরীকাল | সমর্পিত প্রতিটি টাকার জন্য প্রাপ্য টাকার পরিমাণ |
|---|---|
| (ক) দশ বৎসর বা তদূর্ধ কিন্তু পনের বৎসরের কম | ২৩০ |
| (খ) পনের বৎসর বা তদূর্ধে কিন্তু বিশ বৎসরের কম | ২১৫ |
| (গ) বিশ বৎসর বা তদূর্ধে | ২০০ |

১৪। **অবসরভাতা গ্রহণের জন্য মনোনয়ন।**— (১) কোন কর্মচারীর মৃত্যুর পর যাহাতে তাহার পরিবারের প্রাপ্য অবসরভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি উক্ত পরিবারের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয় সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক কর্মচারী,—

(ক) তিনি এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের সময় চাকুরীরত কর্মচারী হইলে, উক্ত প্রবর্তনের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে ; এবং

(খ) তিনি উক্ত প্রবর্তনের পরে কর্তৃপক্ষের চাকুরীতে যোগদান করিলে, চাকুরীতে যোগদানের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে ;

দ্বিতীয় তফসিলে বিধৃত ফরম পূরণ করিয়া এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনীত করিবেন এবং উক্ত ফরম কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের পূর্বেও যদি কোন কর্মচারী উক্ত উদ্দেশ্যে কোন মনোনয়ন দিয়া থাকেন, তাহা হইলে উক্ত মনোনয়ন, এই প্রবিধানমালার সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই প্রবিধানমালার অধীনে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) কোন কর্মচারী কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত নোটিশ দিয়া যে কোন সময় উপ-প্রবিধান (১) এর অধীনে প্রদত্ত মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবেন এবং উক্ত নোটিশের সহিত তাহাকে আরও একটি নতুন মনোনয়ন দাখিল করিতে হইবে।

১৫। **কতিপয় বিধিনিষেধ।**—(১) কোন কর্মচারী চাকুরী হইতে অপসারিত বা বরখাস্ত হইলে তিনি কোন অবসরভাতা বা এই প্রবিধানমালার অধীন অন্য কোন সুবিধা পাইবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, অদক্ষতার কারণে কোন কর্মচারী অপসারিত বা বরখাস্ত হইলে, বিশেষ বিবেচনায় তাহাকে সহানুভূতিমূলক ভাতা প্রদান করা যাইতে পারে, যাহার পরিমাণ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর প্রাপ্ত ভাতার দুই-তৃতীয়াংশের বেশী হইবে না।

(২) অবসর গ্রহণের সময় বা অন্য কোনভাবে চাকুরী অবসানের সময় কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন বিভাগীয় মামলা বা কোন আদালতে চাকুরী সংক্রান্ত কোন ফৌজদারী মামলা বিচারাধীন থাকিলে, উক্ত মামলার রায় না হওয়া পর্যন্ত, তিনি বা তাহার পরিবার কোন অবসরভাতা বা অন্য কোন সুবিধাদি গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(৩) উক্ত প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত কোন মামলায় কোন কর্মচারী যদি কোন অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন, তাহা হইলে রাজউক উক্ত কর্মচারীর প্রাপ্য অবসরভাতা বা উহরা অংশ বিশেষ প্রদান না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে।

(৪) উক্ত বিভাগীয় মামলা বা ফৌজদারী মামলায় যদি দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অবহেলা বা প্রতারণার ফলে রাজউকের আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ তাহাকে বা তাহার পরিবারকে প্রদেয় অবসরভাতা বা অন্যান্য সুবিধাদি হইতে উহার ক্ষতির টাকা আদায় করিতে পারিবে এবং এইরূপ ক্ষতির টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যে উক্ত অবসরভাতা বা অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান স্থগিত রাখা যাইবে।

১৬। **অর্জিত ছুটি নগদায়ন।**—(১) চাকুরীতে থাকাকালে কোন কর্মচারী তাহার পাওনা অর্জিত ছুটি ভোগ না করিয়া থাকিলে, তিনি, এবং তাহার মৃত্যুর ক্ষেত্রে, তাহার পরিবার, উপ-প্রবিধান (২) এর বিধান সাপেক্ষে, উক্ত জমাকৃত অর্জিত ছুটির অনধিক বার মাসের পাওনা, তাহার সর্বশেষ প্রাপ্ত মূলবেতনের সমান হারে, এককালীন নগদ প্রাপ্য হইবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন প্রাপ্য অর্থ অবসর গ্রহণের প্রস্তুতিমূলক ছুটি শুরু হইবার পূর্বে গ্রহণ করা যাইবে না।

১৭। **অবসরভাতা, ইত্যাদির দরখাস্ত।**—(১) কোন কর্মচারী বা তাহার মনোনীত ব্যক্তি অথবা অনুরূপ কোন মনোনয়ন না থাকিলে, তাহার পরিবার কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত ব্যক্তি এই প্রবিধানমালার অধীনে অবসরভাতা বা অন্যান্য সুবিধাদি পাইবার উদ্দেশ্যে তৃতীয় তফসিল এর ফরম পূরণ করিয়া উহাতে উল্লিখিত কাগজপত্রসহ উহা কর্তৃপক্ষের বরাবরে জমা দিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীনে দাখিলকৃত দরখাস্তের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অবসরভাতা বা অন্যবিধ সুবিধাদি মঞ্জুর করিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন অবসরভাতা বা অন্যান্য সুবিধাদি মঞ্জুর করা হইলে, দরখাস্তকারীকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে একটি অবসরভাতা বহি প্রদান করা হইবে এবং এই বহিতে প্রতি মাসে প্রদত্ত অবসরভাতা লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং কর্তৃপক্ষ এইরূপে প্রদত্ত অবসরভাতা সম্পর্কিত তথ্যাদি একটি রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করিবে।

১৮। **অবসরভাতা, ইত্যাদি পরিশোধের স্থান।**—এই প্রবিধানমালার অধীনে প্রদেয় অবসরভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি যথাসম্ভব উহার প্রাপক কর্তৃক উল্লিখিত রাজউকের কোন শাখা অফিস বা কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হইবে এবং উক্তরূপ কোন শাখা বা ব্যাংকের মাধ্যমে অবসরভাতা অন্যান্য সুবিধাদি পরিশোধের উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৯। **প্রবিধানমালার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই এইরূপ বিষয়, ইত্যাদি।**—(১) অবসরভাতা ও এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদেয় অন্যান্য সুবিধাদি সংক্রান্ত কোন বিষয়ে এই প্রবিধানমালায় পর্যন্ত বিধান না থাকিলে, উক্ত বিষয়ে সরকারী কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিমালা, আদেশ, নির্দেশ বা নিয়মাবলী অনুসরণ করা হইবে এবং এইরূপ অনুসরণে কোন অসুবিধা দেখা দিলে এতদবিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(২) এই প্রজ্ঞাপন জারীর পর এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদেয় অবসরভাতা ও অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধিজনিত যে কোন সরকারী সিদ্ধান্ত সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে যেভাবে প্রযোজ্য হইবে কর্মচারীদের ক্ষেত্রে, অনুরূপ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রবিধানমালা সংশোধন করার পূর্ব পর্যন্ত, একইভাবে প্রযোজ্য হইবে।

২০। **আনুতোষিক।**—(১) অন্যূন তিন বৎসর এবং অনধিক পাঁচ বৎসর চাকুরী করার পর কোন কর্মচারীর চাকুরীর অবসান হইলে, তিনি এবং তাহার মৃত্যুর ক্ষেত্রে, তাহার পরিবার তাহার সর্বশেষ মাসিক বেতনের হিসাবে তিন মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা আনুতোষিক হিসাবে প্রাপ্য হইবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত কর্মচারীর চাকুরীকাল অন্যূন পাঁচ বৎসর এবং অনধিক দশ বৎসর হইলে, তিনি বা ক্ষেত্রমতে, তাহার পরিবার প্রতি পূর্ণ বৎসর চাকুরীর জন্য এক মাসের বেতনের সমপরিমাণ আনুতোষিক প্রাপ্য হইবেন।

(৩) যে সকল কর্মচারী প্রবিধান ৬ এর অধীনে অবসরভাতা প্রাপ্তির ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন এবং যে সকল কর্মচারী এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের পর রাজউকের চাকুরীতে যোগদান করিয়াছেন তাহারা এই প্রবিধানের অধীন আনুতোষিক পাওয়ার অধিকারী হইবেন।

২১। **ভবিষ্য তহবিল।**—(১) কর্মচারীদের জন্য ভবিষ্য তহবিল নামে একটি তহবিল গঠিত হইবে।

(২) যে সকল কর্মচারী প্রবিধান ৬ এর বিধান মোতাবেক অবসরভাতা প্রাপ্তির ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন এবং যে সকল কর্মচারী এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের পর রাজউকের চাকুরীতে যোগদান করিয়াছেন তাহারা বাধ্যতামূলকভাবে ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অবসর প্রাপ্তির জন্য গণনা যোগ্য চাকুরী দুই বৎসর হইলে ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান বাধ্যতামূলক হইবেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত দুই বৎসর পূর্তির পূর্বেও ঐচ্ছিকভাবে চাঁদা প্রদান করা যাইবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন ইচ্ছা প্রকাশকারী কর্মচারীগণের কন্ট্রিবিউটরী প্রভিডেন্ট ফান্ডে উক্ত কর্মচারীদের হিসাব রাজউক প্রদত্ত চাঁদা ও কর্মচারীগণের বাধ্যতামূলক চাঁদা এবং এই সব টাকার উপর অর্জিত সুদসমন্বয়ে ভবিষ্য তহবিল গঠিত হইবে।

(৪) ভবিষ্য তহবিলের চাঁদার হার চাঁদা আদায়, জমাকৃত টাকার ব্যাপারে মনোনয়নের নিয়মাবলী, প্রদত্ত চাঁদা হইতে অগ্রিম গ্রহণ, বীমার প্রিমিয়াম পরিশোধ, ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বিষয়ে সরকারী কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য বিধি, নিয়মাবলী ও ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে (mutatis mutandis) কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৫) ভবিষ্য তহবিলের টাকা কোন তফসিল ব্যাংকে জমা করা হইবে এবং তজ্জন্য পৃথক হিসাব, নিবন্ধন বই, স্বতন্ত্র লেজার হিসাব প্রভৃতি রাজউক হিসাব রক্ষণ বিভাগ সংরক্ষণ করিবে।

প্রথম তফসিল

(প্রবিধান ১১ দ্রষ্টব্য)

| চাকুরী কাল | প্রাপ্য অবসরভাতার হার সর্বশেষ প্রাপ্য মূল বেতনের % |
|---|---|
| (ক) ১০ বৎসর | ৩২% |
| (খ) ১১ বৎসর | ৩৫% |
| (গ) ১২ বৎসর | ৩৮% |
| (ঘ) ১৩ বৎসর | ৪২% |
| (ঙ) ১৪ বৎসর | ৪৫% |
| (চ) ১৫ বৎসর | ৪৮% |
| (ছ) ১৬ বৎসর | ৫১% |
| (জ) ১৭ বৎসর | ৫৪% |
| (ঝ) ১৮ বৎসর | ৫৮% |
| (ঞ) ১৯ বৎসর | ৬১% |
| (ট) ২০ বৎসর | ৬৪% |
| (ঠ) ২১ বৎসর | ৬৭% |
| (ড) ২২ বৎসর | ৭০% |
| (ঢ) ২৩ বৎসর | ৭৪% |
| (ণ) ২৪ বৎসর | ৭৭% |
| (ত) ২৫ বৎসর বা তদূর্ধ | ৮০% |

দ্বিতীয় তফসিল

(প্রবিধি ১৪ দ্রষ্টব্য)

অকার ভাতা ও আনুতোষিক গ্রহণের জন্য মনোনয়ন

| মনোনীত ব্যক্তি/ ব্যক্তিগণের নাম ও ঠিকানা | কর্মচারীর সাথে মনোনীত ব্যক্তির সম্পর্ক | মনোনীত ব্যক্তির বয়স | মনোনীত ব্যক্তি একাধিক হইলে প্রত্যেকের প্রাপ্য অবসর-ভাতার পরিমাণ (শতকরা হারে) | যদি মনোনীত ব্যক্তি মনোনয়নকারী কর্মচারীর পূর্বে মারা যান, সেক্ষেত্রে এই অধিকার যাহার উপর বর্তাইবে তাহার নাম, ঠিকানা ও সম্পর্ক (যদি থাকে) |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |

স্বাক্ষী :

১।

২।

৩।

কর্মচারীর স্বাক্ষর :

নাম : _____

পদবী : _____

বিভাগ/শাখা: _____

তারিখ: _____

তৃতীয় তফসিল

(প্রবিধান ১৭ দ্রষ্টব্য)

(অবসরভাতা/অবসরজনিত অন্যান্য সুবিধাদি এর জন্য আবেদনপত্র)

১। কর্মচারীর নাম (স্পষ্টাক্ষরে) :

২। অবসর গ্রহণকালে পদবী ও কর্মস্থল :

৩। জন্ম তারিখ :

৪। চাকুরীতে যোগদানের তারিখ :

৫। কর্মচারীর বয়স ৫৭ বৎসর পূর্ণ হওয়ার/ চাকুরীর ২৫ বৎসর পূর্তিতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ/চাকুরীর ২৫ বৎসর পূর্তিতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবসর প্রদান/বিভাগীয় মামলায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবসর প্রদান-এর ক্ষেত্রে অবসর কার্যকর হওয়ার তারিখ।

(অপ্রযোজ্যটি কাটিয়া দিন)।

৬। চাকুরীকাল :

৭। সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতন :

৮। অবসরভাতা প্রাপ্য হইলে উহার যে পরিমাণ সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক (শতকরা হারে) :

৯। অর্জিত ছুটি নগদায়নের ক্ষেত্রে, প্রাপ্য ছুটির পরিমাণ :

১০। কর্মচারী স্বয়ং আবেদনকারী না হইলে :

(ক) আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা :

(খ) কর্মচারীর সহিত আবেদনকারীর সম্পর্ক :

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের
আদেশক্রমে

মো: হুমায়ুন খাদেম
চেয়ারম্যান,

মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।